অর্থ বিভাগের প্রকল্পসমূহ

২০২০-২১ অর্থবছরের সংশোধিত বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচিতে (আরএডিপি) অর্থ বিভাগের মোট ৫টি প্রকল্প অন্তর্ভুক্ত ছিল। এ প্রকল্পসমূহের অনুকূলে আরএডিপিতে মোট ৩৯,৬৩৭.০০ লক্ষ টাকা বরাদ্দ রাখা হয়। তন্মধ্যে জিওবি ৬,৯৬৪.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ৩২,৬৭৩.০০ লক্ষ টাকা। ২০২০-২১ অর্থবছরে ব্যয়ের পরিমাণ ২৩,২২৩.৩২ লক্ষ টাকা (জিওবি ১,৭৯২.৭৭ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২১,৪৩০.৫৫ লক্ষ টাকা) যা মোট বরাদ্দের ৫৮.৫৯ শতাংশ। নিম্নে প্রকল্পগুলোর মূল উদ্দেশ্য, ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থ বরাদ্দ, ব্যয় ও অর্জনসমূহ সংক্ষিপ্ত আকারে প্রকল্পওয়ারি দেখানো হলোঃ

১) ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি (আইপিএফএফ II) প্রকল্প

সরকার অনুমোদিত বেসরকারি অংশগ্রহণের মাধ্যমে গৃহীত অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পে অর্থায়নের নিমিত্ত বিশ্বব্যাংকের অর্থায়নে অর্থ বিভাগের পক্ষে বাংলাদেশ ব্যাংক "ইনভেস্টমেন্ট প্রমোশন এন্ড ফিন্যান্সিং ফ্যাসিলিটি II (আইপিএফএফ II)" শীর্ষক প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করছে। আইপিএফএফ II একটি অনলেন্ডিং ভিত্তিক কারিগরী সহায়তা প্রকল্প। প্রকল্পটি বাস্তবায়নের মেয়াদ জুলাই ২০১৭ হতে জুন ২০২২ পর্যন্ত। আইপিএফএফ II প্রকল্পে বিশ্ব ব্যাংকের ৩৫৬.৭০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার এর পাশাপাশি বাংলাদেশ সরকারও ৬০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার সমপরিমান অর্থ প্রদান করেছে। আইপিএফএফ II এর অনলেন্ডিং কম্পোনেন্ট হতে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানসমূহের (পিএফআই) মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত অবকাঠামো প্রকল্পে ঋণ প্রদান করা হয়। কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট হতে সরকার কর্তৃক গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী পিএফআই ও অন্যান্য অংশীজন যেমন বাংলাদেশ ব্যাংক, পিপিপি অথরিটি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সীসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা হয়।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের উদ্দেশ্য

- বেসরকারি খাতের নেতৃত্বে অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ত্বরান্বিত করা;
- প্রকল্পে অংশগ্রহণকারী স্থানীয় বাণিজ্যিক ব্যাংক ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে সরকার অনুমোদিত বেসরকারি খাতে গৃহীত অবকাঠামো প্রকল্পে দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা; এবং
- সরকার গৃহীত পিপিপি কার্যক্রম বাস্তবায়নে পরিবেশ তৈরি এবং সংশ্লিষ্ট এজেন্সিসমূহের সামর্থ্য ও দক্ষতা বৃদ্ধিতে কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৭-জুন ২০২২।

আইপিএফএফ II প্রকল্পের কম্পোনেন্ট

ক) কারিগরী সহায়তা কম্পোনেন্ট

খ) অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট

আইপিএফএফ II এর আওতায় উপযুক্ত খাত

অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট খাত সমূহ হচ্ছে:

- বিদ্যুৎ উৎপাদন, সঞ্চালন ও বিতরণ, নবায়নযোগ্য জ্বালানি ও সেবা;
- বন্দর (স্থল, জল ও বিমান) নির্মাণ ও উন্নয়ন;
- শিল্প এস্টেট ও পার্ক উন্নয়ন;
- স্বাস্থ্য ও শিক্ষা;

- তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি;
- শিল্প বর্জ্য ব্যবস্থাপনা;
- সড়ক-মহাসড়ক, ফ্লাইওভার ও বিভিন্ন এক্সপ্রেসওয়ে নির্মাণ;
- পানি সরবরাহ ও স্যুয়ারেজ ব্যবস্থাপনা; এবং
- বিমান বন্দর, টার্মিনালসহ অন্যান্য সুবিধাদি নির্মাণ।

টিএ কম্পোনেন্ট খাতসমূহ হচ্ছে

- প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের অধীনস্থ পিপিপি কর্তৃপক্ষ;
- সরকারি আর্থিক প্রতিষ্ঠান 'বাংলাদেশ ইনফ্রাস্টাকচার ফিন্যান্স ফান্ড লিমিটেড'; এবং
- বাংলাদেশ ব্যাংক এর আইপিএফএফ-II প্রজেক্ট সেল।

২০২০-২১ অর্থবছরে আইপিএফএফ II প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৭০০.০০	৭০.০০	৬৩০.০০	১৭৪.৮৫	৩৮.৯৪	১৩৫.৯১	২৫%

আইপিএফএফ II প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের সম্পাদিত কার্যক্রম

- অন-লেন্ডিং কম্পোনেন্ট এর আওতায় ৩০ জুন ২০২১ পর্যন্ত ৪টি সাব-প্রজেক্ট অর্থায়নের বিপরীতে সর্বমোট ৭৮৫.০৪ কোটি টাকা দীর্ঘমেয়াদি ঋণ প্রদান করা হয়েছে। ২০২০-২১ অর্থবছরে অর্থায়িত সাব-প্রজেক্টগুলো হলো চট্টগ্রামের আনোয়ারায় কর্ণফুলী ড্রাই-ডক লিমিটেড (৮৩.৭৫ কোটি টাকা), সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড (৩২৫.০০ কোটি টাকা) এর দেশ ব্যাপী ফাইবার অপটিক্যাল কেবল সম্প্রসারণ। এছাড়া, টেকনাফে নির্মিত ২০ মেগাওয়াট ক্ষমতাসম্পন্ন টেকনাফ সোলারটেক এনার্জি লিমিটেড এর সোলার পাওয়ার প্ল্যান্ট সাব-প্রজেক্টে ১৭.৭৮ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১৫১.১৩ কোটি টাকা, ভালুকা, ময়মনসিংহে নির্মাণাধীন র'টেক লিমিটেড সাব-প্রজেক্টে ২.১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ১৭.৮৫ কোটি টাকার ঋণ আবেদন অর্থায়নের অপেক্ষায় রয়েছে।
- প্রকল্পের কারিগরি সহায়তা (টিএ) কম্পোনেন্ট এর আওতায় সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা ও সামর্থ্য বৃদ্ধিসহ প্রকল্প বাস্তবায়ন ইউনিট (পিআইইউ) তথা আইপিএফএফ II প্রজেক্ট সেল এর পরিচালন ব্যয় এবং পিপিপি কর্তৃপক্ষ ও বিআইএফএফএল এর পরামর্শক সেবা সংগ্রহ ব্যয় নির্বাহ করা হয়। উল্লেখ্য, আইপিএফএফ II প্রকল্পের সংশ্লিষ্ট অংশীজনের সক্ষমতা বৃদ্ধির অংশ হিসেবে জুন, ২০২১ পর্যন্ত বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/ এজেন্সী/প্রতিষ্ঠান, পিএফআই ও কনসালটেন্টসহ সর্বমোট ২১৪ জন কর্মকর্তাকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

২। স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) প্রকল্প

অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয় এর আওতায় বাস্তবায়নাধীন স্কিলস ফর এমপ্লয়মেন্ট ইনভেস্টমেন্ট প্রোগ্রাম (SEIP) সরকারের একটি বিশেষায়িত প্রকল্প। প্রকল্পটি Asian Development Bank (ADB), Swiss Agency for Development and Cooperation (SDC) এবং বাংলাদেশ সরকারের যৌথ অর্থায়নে বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রকল্পের কার্যক্রম জুলাই ২০১৪ হতে ডিসেম্বর ২০১৭ পর্যন্ত ছিলো, যার মেয়াদ পরবর্তীতে সংশোধিত হয়ে জুন ২০২৪ পর্যন্ত বর্ধিত হয়েছে। এ প্রকল্পের উদ্দেশ্য হচ্ছে দেশের বর্ধনশীল যুবসমাজকে শিল্পখাতের চাহিদার আলোকে দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান এবং উপযুক্ত খাতে তাদের কর্মসংস্থান করা। প্রকল্প মেয়াদে ৮,৪১,৬৮০ জনকে ১১টি খাতে দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ প্রদান এবং প্রশিক্ষিতদের অন্তত ৬০

শতাংশের কর্মসংস্থানের লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্রকল্পের কার্যক্রম চলমান আছে। সরকারি ও বেসরকারি উভয় খাতের কারিগরী ও বৃত্তিমূলক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়িত হচ্ছে। প্রশিক্ষণে উৎকর্ষ আনয়নের উদ্দেশ্যে মানসম্মত শিক্ষা উপকরণ, পাঠ্যসূচি ও মূল্যায়ন কাঠামো প্রণয়ন এবং তার ব্যবহার নিশ্চিত করা হচ্ছে। এছাড়া, প্রশিক্ষক, মূল্যায়নকারী ও ব্যবস্থাপকগণ দেশে-বিদেশে প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ গ্রহণের মাধ্যমে প্রয়োজনীয় দক্ষতা অর্জন করছেন। পাশাপাশি, কতিপয় কোর্সে আন্তর্জাতিক স্বীকৃত সংস্থার মাধ্যমে মূল্যায়ন ও সনদায়ন এর ব্যবস্থা থাকায় দেশে ও দেশের বাইরে মানসম্মত কর্মসংস্থানের সুযোগ সম্প্রসারিত হচ্ছে। প্রশিক্ষণ শেষে ইতোমধ্যে সনদ পেয়েছে প্রায় ৪,২৯,৩০৯ জন। সেপ্টেম্বর ২০২১ পর্যন্ত সনদপ্রাপ্তদের ৭৭.৭৮ শতাংশের কর্মসংস্থান হয়েছে। নিম্নে প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ উল্লেখ করা হলো:

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্যসমূহ

- উৎপাদনশীলতা ও উৎপাদিত পণ্যের গুণগত মান বৃদ্ধির লক্ষ্যে নতুন ও ইতোমধ্যে কর্মে নিয়োজিত শ্রমিক/কর্মচারীদের পেশাভিত্তিক দক্ষতার উন্নয়নে প্রশিক্ষণ কার্যক্রম বাস্তবায়ন করা;
- বাজার চাহিদা ভিত্তিক কর্মসংস্থান উপযোগী ও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রশিক্ষণ প্রদান করা;
- উন্নতমানের প্রশিক্ষণ প্রদান নিশ্চিতকরণে প্রশিক্ষণ প্রদানকারী প্রতিষ্ঠানমূহের সক্ষমতা উন্নয়নে সহায়তা করা;
- দক্ষতা খাতে নিরবচ্ছিন্ন অর্থায়ন নিশ্চিত করার জন্য একটি কার্যকর জাতীয় মানবসম্পদ উন্নয়ন তহবিল (National Human Resource Development Fund) প্রতিষ্ঠায় সহায়তা করা; এবং
- বাংলাদেশের দক্ষতা উন্নয়ন কার্যক্রমকে সুসংহত করার লক্ষ্যে ইতোমধ্যে গঠিত National Skills Development Authority (NSDA) –কে সহায়তা করা।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৪-জুন ২০২৪।

SEIP প্রকল্পের প্রত্যাশিত ফলাফল

- সংশ্লিষ্ট শিল্প খাতের চাহিদা মোতাবেক অন্তর্ভুক্তিমূলক দক্ষতা প্রশিক্ষণ প্রদান;
- গুণগত মান নিশ্চিতকরণ পদ্ধতি শক্তিশালীকরণ;
- প্রতিষ্ঠানসমূহ শক্তিশালীকরণ; এবং
- দক্ষতা উন্নয়ন প্রশিক্ষণ ব্যবস্থাপনা ও সুশাসনের উন্নয়ন।

২০২০-২১ অর্থবছরে SEIP প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৩৭০০০.০০	৬৬০০.০০	৩০৪০০.০০	২১৫৮৭.৯৪	১৬৭৩.৫২	১৯৯১৪.৪২	৫৮.৩৫%

SEIP প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রম

- সরকারী বেসরকারী প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানে মোট ৫৩,২৩৮ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যার বিপরীতে ২৫,৭৬৭ জনের কর্মসংস্থান নিশ্চিত করা হয়েছে;

- প্রকল্পের আওতায় প্রবাসী কল্যাণ ও বৈদেশিক কর্মসংস্থান মন্ত্রণালয় এর আওতাধীন জনশক্তি, কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো-এর অধীনস্থ বগুড়া, চাঁপাইনবাবগঞ্জ এবং নীলফামারী টিটিসি'তে এই প্রথম '**হেভী ইকুইপয়েন্ট অপারেশন**' বিষয়ে প্রশিক্ষণ কোর্স গত এপ্রিল ২০২১ এ চালু হয়েছে। এই অর্থবছরে ৯০ জনকে তালিকাভুক্ত (enrolled) করা হয়েছে। উক্ত কোর্সে ডিসেম্বর ২০২৩ এর মধ্যে মোট ১,২৬০ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে। প্রকল্পের মাধ্যমে টিটিসিগুলোতে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি সরবরাহ করা হয়েছে;
- জনশক্তি কর্মসংস্থান ও প্রশিক্ষণ ব্যুরো (BMET)-এর সক্ষমতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে সিলেট, খুলনা এবং বাংলাদেশ-জার্মান কারিগরি প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা এর আধুনিকায়নের লক্ষ্যে Korea International Cooperation Agency (KOICA) এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় কার্যক্রম শুরু হয়েছে। এছাড়া, Koreatech এবং SEIP-এর যৌথ সহায়তায় বিটাক-এর ১২ তলা ভবন নির্মানের কাজ চলমান রয়েছে;
- পর্যটন ও আতিথেয়তা খাতে ৭৪৬ জনকে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে যাদের মধ্যে ৫৫৭ জনের কর্মসংস্থান হয়েছে। চামড়া ও পাদুকা শিল্পখাতে সফলভাবে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে ১,৭১০ জন। বস্ত্রশিল্প খাতে এ সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ৪২৫ জন এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ৪৪৮ জনের। প্রশিক্ষিতদের ৩৯ শতাংশ ও কর্মে নিযুক্ত জনবলের ৩৬ শতাংশ মহিলা। হালকা প্রকৌশল (light engineering) খাতে ২০২০-২১ অর্থবছরে ২,০১৬ জন প্রশিক্ষণ পেয়েছে এবং কর্মসংস্থান হয়েছে ১,৬৪৬ জনের এবং রপ্তানিনির্ভর জাহাজ নির্মাণ খাতে এ সময়ে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছে ১,০৫৩ জন, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে কাজে নিযুক্ত হয়েছেন ৭৩৯ জন;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় ২০২০-২১ অর্থবছরে ভার্চুয়াল এবং সরাসরি উপস্থিতির মাধ্যমে সংশ্লিষ্ট পরামর্শক, ইন্ডাস্ট্রি এক্সপার্ট এবং সংশ্লিষ্টদের সমন্বয়ে ১৩টি Competency Standard (CS) প্রস্তুত করা হয়েছে;
- বিশেষায়িত নার্সিং ও কেয়ারগিভিং প্রশিক্ষণ কার্যক্রমের প্রস্তুতিমূলক কাজের অংশ হিসেবে দক্ষিণ কোরিয়ার Yonsei University'র মাধ্যমে Critical Care Nursing ,Trauma Nursing, Oncology Nursing ও Caregiving বিষয়ে কম্পিটেন্সি স্ট্যান্ডার্ড ও কোর্স কারিকুলাম প্রণয়ন এবং দক্ষিণ কোরিয়ার Inha University হতে উক্ত কোর্সওয়্যার এর অনুমোদন Accreditation গ্রহন করা হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় মার্চ ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে মোট ৫,৩০০ জনকে উদ্দোক্তা সৃষ্টি বিষয়ক দক্ষতা উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে Bangladesh Women Chamber of Commerce and Industry (BWCCI)-এর সাথে ২২.২২ কোটি টাকার চুক্তি মার্চ ২০২০ তারিখে স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আওতায় যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের অধীন ৮টি যুব প্রশিক্ষণ কেন্দ্রকে আধুনিকীকরণে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্যে যুব উন্নয়ন অধিদপ্তরের সাথে গত ফেব্রুয়ারি ২০২১ তারিখে একটি সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়েছে;
- SEIP প্রকল্পের আর্থিক সহায়তায় সরকারী ও বেসরকারী সেক্টরে কর্মরতদের দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বাংলাদেশ ইনষ্টিটিউড অব গভর্নেন্স এন্ড ম্যানেজমেন্ট (বিআইজিএম) এর অধীন পলিসি এনালাইসিস কোর্সে ৫৬ জন কর্মকর্তা সফলতার সাথে কোর্সটি সম্পন্ন করেছেন;
- রেডিমেড গার্মেন্টস্ সেক্টরে কর্মরত মধ্যম ও উচ্চতর পর্যায়ের ৯৯০ জন ব্যবস্থাপককে Post Graduate Diploma in Garment Business (PGD-GB) কোর্সে প্রশিক্ষণ প্রদানের লক্ষ্যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের Institute of Business Administration (IBA)-এর সাথে জানুয়ারি ২০২০ হতে ডিসেম্বর ২০২৩ মেয়াদে ২৬.৫৫ কোটি টাকার চুক্তি বিগত মে, ২০২০ তারিখে সম্পাদিত হয়েছে।

৩। স্ট্রেংদেনিং পাবলিক ফাইনান্সিয়াল ম্যানেজমেন্ট ফর সোশ্যাল প্রটেকশন (SPFMSP) প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন "Strengthening Public Financial Management for Social Protection (SPFMSP)" শীর্ষক প্রকল্পটি যুক্তরাজ্যের DFID এবং অস্ট্রেলিয়ার DFAT এর অনুদান সহায়তায় মোট ১২০.৮৩ কোটি টাকা (জিওবি ৭.১৮ কোটি এবং প্রকল্প সাহায্য ১১৩.৬৫ কোটি) প্রাক্কলিত ব্যয়ে ডিসেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়। প্রাথমিকভাবে প্রকল্পটির মেয়াদ ছিল ডিসেম্বর ২০১৪ হতে জুন ২০১৮ পর্যন্ত। কিন্তু উক্ত সময় শেষে বরাদ্দকৃত

অর্থ অব্যয়িত থাকায় প্রকল্পের অসম্পন্ন কাজ সম্পন্ন করার লক্ষ্যে পর পর ৩ বার প্রকল্পের মেয়াদ বৃদ্ধি করে ৩০ জুন, ২০২১ পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়। প্রকল্পটি জুন ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- সামাজিক নিরাপত্তামূলক বিভিন্ন কর্মসূচি সমূহের জন্য বরাদ্দকৃত সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনাকে শক্তিশালীকরণের জন্য উপকার ভোগীদের সঠিক ডাটাবেজ তৈরিসহ দক্ষ পেমেন্ট সিস্টেম প্রণয়নের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কারিগরি সহায়তা প্রদান করা।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

- বিভিন্ন মন্ত্রণালায়/বিভাগের সামাজিক নিরাপত্তা বিষয়ক পরিচালিত কর্মসুচিসমূহের নীতি নির্ধারণ, কৌশলগত পরিকল্পনা, অর্থায়ন, বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উন্নয়ন; এবং
- সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচিতে সম্পৃক্ত কর্মকর্তা/কর্মচারীদের ব্যক্তিগত ও প্রাতিষ্ঠানিক পর্যায়ে দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রশিক্ষণসহ বিবিধ কর্মসূচির বাস্তবায়ন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ ডিসেম্বর ২০১৪- জুন ২০২১।

২০২০-২১ অর্থবছরে SPFMSP প্রকল্পের **আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়**

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
১৩০০.০০	২০০.০০	১১০০.০০	১১৩৫.২৮	৭৫.৭৪	১০৫৯.৫৪	৮৭.৩৩%

প্রকল্পের অগ্রগতি ও সম্পাদিত কার্যক্রম

SPFMSP প্রকল্পের কৌশলগত উদ্দেশ্য হলো সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী শক্তিশালীকরণ। প্রকল্পের উদ্দেশ্য অনুযায়ী সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচি সংশ্লিষ্ট System Based Targeting, Data Protection and Use Policy, Risk Management and Risk Framework বিষয়ক ৩টি এবং ৬টি সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির Diagnostic Study অর্থাৎ মোট ৯টি Study সহ ৪টি Existing সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির Reform Plan সম্পন্ন করা হয়েছে। এই সময়ে প্রকল্পটি সরকারি ব্যয় পদ্ধতি নিয়ে একটি বিস্তৃত গবেষণা কার্যক্রম সম্পন্ন করে এবং তার আলোকে MIS-Integrated G2P (*Government to Person*) Payment System প্রবর্তন করে। প্রকল্পের কারিগরি সহায়তায় অর্থ বিভাগে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনির কর্মসূচিসমূহের তথ্য সম্বলিত একটি কেন্দ্রীয় SPBMU MIS স্থাপন করা হয়েছে যাতে ২ কোটি ৫৮ লক্ষ উপকারভোগীর সরকারি অর্থ পরিশোধ সংক্রান্ত তথ্য রয়েছে। অর্থ বিভাগের SPBMU MIS এর সঙ্গে ৭টি মন্ত্রণালয়ের সামাজিক নিরাপত্তা বেস্টনীর আওতাধীন ১২টি প্রকল্প/কর্মসূচির MIS এর সংযোগ স্থাপন করে G2P পদ্ধতিতে সরকারি কোষাগার হতে ২.৫৮ কোটির বেশি উপকারভোগীর নিকট সরাসরি ভাতা/অনুদান/ উপবৃত্তির অর্থ হস্তান্তর করা হয়েছে। এছাড়া অত্র প্রকল্পের অর্থায়নে অর্থ বিভাগের SPBMU MIS সহ মোট ৭টি MIS প্রস্তুত করে হস্তান্তর করা হয়েছে যা সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির আওতাধীন উপকারভোগীদের ব্যয়িত তথ্যসহ পেমেন্ট বিষয়ক তথ্য সংরক্ষণ করবে।

SPFMSP প্রকল্পের ২০২০-২১ অর্থবছরের অর্জনসমূহ

- Capacity Building এর আওতায় Data Digitization, Data Verification, G2P পদ্ধতিতে Pay Roll প্রস্তুতকরণ, প্রধান হিসাবরক্ষণ ও অর্থ কর্মকর্তার নিকট প্রেরণ, NID সার্ভারের সাথে যাচাই বাছাই এর জন্য HSP কর্মসূচির আওতায় সারাদেশের ৫০০ এর অধিক কর্মকর্তা/কর্মচারীকে কারিগরি প্রশিক্ষণসহ সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির সংশ্লিষ্ট প্রধান হিসাব ও অর্থ অফিসার গণ ও ডিডিওদের প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে;

- ২০২০-২১ অর্থবছরে ৭টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের আওতাধীন ১২টি সামাজিক নিরাপত্তামূলক কর্মসূচির ২ কোটি ৫৮ লক্ষ ২৮ হাজার ৩৩৯ জন উপকারভোগীকে ১২,৮৮৬ কোটি টাকা জিটুপি পদ্ধতিতে নগদ অর্থ/ভাতা/উদ্বৃত্তি হস্তান্তর করা হয়েছে;
- প্রকল্পের সমাপ্তিলগ্নে প্রকল্পের অর্থায়নে প্রস্তুতকৃত SPBMU-MIS, DWA-MIS, HSP MIS, DSHE-Scholarship MIS, Madrasha Scholarship-MIS Technical Education-MIS, Primary Education Stipend-MIS স্ব-স্ব বিভাগ/মন্ত্রণালয়/অধিদপ্তরের নিকট হস্তান্তরের উদ্দেশ্যে অর্থ বিভাগের নিকট প্রেরণ করা হয়েছে।

৪। জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR) প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগের অধীন ‘‘জলবায়ু ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তিকরণ (IBFCR)’’ শীর্ষক প্রকল্পটি ইউএনডিপি’র সহায়তায় মোট ২,১২৫.০০ লক্ষ টাকা (জিওবি ১২৫.০০ লক্ষ টাকা এবং প্রকল্প সাহায্য ২,০০০.০০ লক্ষ টাকা) প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০১৬-সেপ্টেম্বর ২০২১ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়েছে। প্রকল্পটি সেপ্টেম্বর ২০২১ এ সমাপ্ত হয়েছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থা কিভাবে পরিচালিত হবে তার কাঠামো স্থির করা এবং যারা এক্ষেত্রে অংশীজন তাঁদের সাথে আলোচনা করে দেশ-বিদেশ থেকে অর্থ সংগ্রহের বিষয়টি নিশ্চিত করা;
- বাজেটসহ সরকারি অর্থ ব্যবস্থার বিভিন্ন পর্যায়ে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টিকে স্পষ্ট করে তুলে ধরা; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলার জন্য কোন্ কোন্ উৎস থেকে অর্থ সংগ্রহ করা সম্ভব তা চিহ্নিত করা এবং সেই অর্থ ব্যবহারের কৌশল তৈরি করা।

প্রকল্পের সাধারণ উদ্দেশ্য

- জলবায়ু অর্থায়নের ক্ষেত্রে বাংলাদেশের প্রস্তুতি ও সক্ষমতাকে জোরদারকরণ;
- জলবায়ু কার্যক্রমে সঠিক সময়ে অর্থ যোগান নিশ্চিত করার উপযোগী পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন;
- জলবায়ু অর্থ সংস্থানের পরিচালন ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণ;
- জলবায়ু অর্থ ব্যবস্থা পরিচালনায় অর্থ বিভাগের সমন্বয়ের সক্ষমতা বৃদ্ধিকরণ; এবং
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি বিবেচনা করে কার্যকর পরিকল্পনা ও বাজেট প্রণয়ন।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০১৬-সেপ্টেম্বর ২০২১।

২০২০-২১ অর্থবছরে (IBFCR) প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
৪২৫.০০	৯৪.০০	৩৩১.০০	১৬৫.৩৪	৪.৫৭	১৬০.৭৭	৩৮.৯০%

২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রমঃ

- ২০২০-২১ অর্থবছরে মোট ২৫টি মন্ত্রণালয়/বিভাগের বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি মোকাবেলায় সরকারি সম্পদ সঞ্চালনের চিত্র জনসাধারনের সামনে তুলে ধরার জন্য ২০২০-২১ অর্থবছরে জলবায়ু বাজেট প্রতিবেদন তৈরি করা হয়েছে;
- জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাব মোকাবেলায় সরকার কিভাবে অর্থ যোগান দিচ্ছে তা সহজবোধ্য ভাষায় এবং ইনফোগ্রাফিক্স ব্যবহার করে প্রতিবেদন আকারে সাধারণ মানুষের নিকট তুলে ধরা হয়েছে;
- সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগের প্রায় ২০০ জন কর্মকর্তাকে বাজেট কাঠামোতে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করার পদ্ধতি সম্পর্কে প্রশিক্ষিণ প্রদান করা হয়েছে;
- জলবায়ু সংশ্লিষ্ট ৫টি মন্ত্রণালয়ের প্রধান কর্মকৃতি নির্দেশক (কেপিআই) পর্যালোচনা করে বিদ্যামান নির্দেশকসমূহে জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়টি অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে;
- জলবায়ু অর্থায়ন বিষয়ক একটি দ্বিভাষিক কোষ গ্রন্থ প্রণয়ন করা হয়েছে;
- ২০২০-২১ অর্থবছরে সরকারি নিরীক্ষা ব্যবস্থায় জলবায়ু অর্থায়নের বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত করার জন্য নিরীক্ষা বিভাগের বিভিন্ন পর্যায়ে ৫০ জন কর্মকর্তাকে একটি বিস্তারিত প্রশিক্ষণ ম্যানুয়ালের ভিত্তিতে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হয়েছে।

৫। 'সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি' প্রকল্প

অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ এবং কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তর এর আওতায় ''সাপোর্টিং টেকনিক্যাল এডুকেশন এন্ড স্কিলস ডেভেলপমেন্ট ফ্যাসিলিটি'' শীর্ষক প্রকল্পটি এডিবি'র সহায়তায় মোট ৪২৫.০০ লক্ষ টাকা প্রাক্কলিত ব্যয়ে জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩ মেয়াদে বাস্তবায়িত হয়ে আসছে।

প্রকল্পের মূল উদ্দেশ্য

- 'Technical Education Modernization Project' (TEMP) ও '2nd Skills for Employment Investment Program' এর ডিজাইন প্রণয়ন, সক্ষমতা তৈরি, ডিউ ডিলিজেন্স যাচাই ও প্রস্তুতিমূলক কার্যক্রম সম্পাদন;
- SEIP প্রকল্পের Tranche 2 ও Tranche 3 এর সক্ষমতা বৃদ্ধি এবং
- 'Technical Education Modernization Project (TEMP)' ও '2nd Skills for Employment Investment Program' প্রকল্প দু'টি প্রস্তুতকরণ ও '2nd Skills for Employment Investment Program' প্রকল্পটি বাস্তবায়নে সহায়তা প্রদানের জন্য ১৪ জন (জনমাস) আন্তর্জাতিক পরামর্শক ও ৩১ জন জাতীয় পর্যায়ের (জনমাস) পরামর্শক নিয়োগ।

প্রকল্পের মেয়াদঃ জুলাই ২০২০-জুন ২০২৩।

২০২০-২১ অর্থবছরে প্রকল্পের আরএডিপি বরাদ্দ ও ব্যয়

(লক্ষ টাকায়)

বরাদ্দ			ব্যয়			ব্যয়ের শতকরা হার (বরাদ্দের %)
মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	মোট	জিওবি	প্রকল্প সাহায্য	
২১২.০০	০.০০	২১২.০০	১৫৯.৯১	০.০০	১৫৯.৯১	৭৫.৪৩%

২০২০-২১ অর্থ বছরের উল্লেখযোগ্য কার্যক্রম

(১) আউটপুট ১ (Improved design quality and readiness of projects achieved):

- TEMP (Technical Education Modernisation Project) এর জন্য প্রকিউরমেন্ট ও (ফান্ড ম্যানজেমন্টে) এফএম সক্ষমতা নির্ধারণে সহায়তা প্রদান করার লক্ষ্যে একজন প্রকিউরমেন্ট স্পেসালিস্ট ও ফাইনান্সিয়াল স্পেসালিস্ট (উভয়ই জাতীয়) নিয়োগ করা হয়েছে;
- দু'জন TVET বিশেষজ্ঞ (উভয়ই জাতীয় পরামর্শক) নিযুক্ত করা হযেছে। একজন TVET সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের জরিপ পরিচালনা করছেন এবং অপরজন TEMP -র সাথে শিল্পের সংযোগ সম্পর্কিত একটি গবেষণা পত্র প্রস্তুত করছেন;
- TVET সমর্থনের জন্য বাজার চাহিদা বিশ্লেষণ পরিচালনার জন্য একজন শিক্ষা অর্থনীতিবিদ (জাতীয় পরামর্শক) নিয়োগ করা হয়েছে; এছাড়াও, টিইএমপির অধীনে অবকাঠামোগত উন্নয়নের পরিকল্পনা এবং প্রাথমিক নকশা প্রস্তুত করতে দুই স্থপতি (একজন আন্তর্জাতিক এবং একজন জাতীয়) নিয়োগ করা হয়েছে;
- TVET এর চাহিদা বিশ্লেষণের জন্য একজন শিক্ষা অর্থনীতিবিদ, এছাড়া, TEMP আওতায় অবকাঠামো উন্নয়ন ও প্রাথমিক নকশা প্রণয়নের জন্য দু'জন স্থপতি (একজন জাতীয় ও একজন আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে।

(২) আউটপুট ২ (Iinternational best practice and innovative solutions mainstreamed in project design and implementation)

- SEIP 2 প্রকল্পের ধারণাগত ডিজাইন প্রণয়নের লক্ষ্যে তিনজন পরামর্শক (আন্তর্জাতিক) নিয়োগ করা হয়েছে;
- দু'জন TVET পরামর্শক (দু'জনই আন্তর্জাতিক) TEMP এর ডিজাইন করার জন্য বাংলাদেশের টেকনিক্যাল শিক্ষক উন্নয়ন পদ্ধতি মূল্যায়ন করেছে;
- TEMP এর ডিজাইন করার জন্য সুনির্দিষ্ট প্রযুক্তি ক্ষেত্রে ৫ জন TVET স্পেশালিষ্ট নিয়োজিত হয়েছে।

(৩) আউটপুট ৩ (Capacity of executing and implementing agencies on planning, implementation and management strengthened)

- SEIP Tranche 2 এর বাস্তবায়নে প্রকিউরমেন্ট সক্ষমতা বৃদ্ধিতে সহায়তার জন্য একজন প্রকিউরমেন্ট স্পেশালিস্ট (জাতীয়) নিয়োজিত হয়েছে।

“জলবায়ুর ঝুঁকি মোকাবেলার অর্থায়নকে সরকারি ব্যয় ব্যবস্থাপনায় অন্তর্ভুক্তকরণ (আইবিএফসিআর) (১ম সংশোধিত)” শীর্ষক কারিগরি সহায়তা প্রকল্পের প্রশিক্ষণ কর্মসূচি।

সাব-প্রজেক্ট-১: সামিট কমিউনিকেশনস লিমিটেড -ফাইবার অপটিক্যাল কেবল সম্প্রসারণ